সংশোধনাগারে বসেই অনলাইনে কয়েদিদের শুনানি

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : কোভিড পরিস্থিতিতে কয়েদিদের সংশোধনাগার থেকে এক আদালত থেকে অন্য আদালতে নিয়ে যাওয়া বিপদের পাশাপাশি রয়েছে বেশি খরচের গেঁরোও। এই সমস্যা মেটাতে সংশোধনাগারে বসেই অনলাইন শুনানির ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে রাজ্যের সব সংশোধনাগারে। এর কারণ, একই আদালতে কয়েকটি সংশোধনাগারের কয়েদিদের শুনানির জন্য আনা হয়। তার ফলে ১জন করোনা আক্রান্ত কয়েদি থেকে একাধিক সংশোধনাগারে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই এবার সংশোধনাগার থেকেই চলবে অনলাইনে আদালতের শুনানি। এই ব্যবস্থায় সরকারি খরচ অনেকটা কমতে পারে বলে কারা দফতরের ভারপ্রাপ্ত শীর্ষ আধিকারিকরা মনে করছেন। তবে, প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের এই অনলাইন বিচার প্রক্রিয়া প্রথমবার চালু হতে চলেছে। তবে এই ব্যবস্থা প্রথমবার বলা হলেও অন্য পরিস্থিতিতে আলিপুর সংশোধনাগারে এরকম তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা আদালত চালু হয়েছিল। ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক জঙ্গি আফতাব আনসারির নিরাপত্তার জন্য আলিপুর সংশোধনাগারেই আদালত বসেছিল। প্রথমবার সেখানেই বিচারের শুনানি হওয়ার জন্য বিচারক বসার পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল। পরে আলিপুর সংশোধনাগারে অন্যান্য সাক্ষীদের এই আদালতে নিরাপত্তার জন্য আনা সম্ভব নয় মনে করে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনলাইন শুনানির

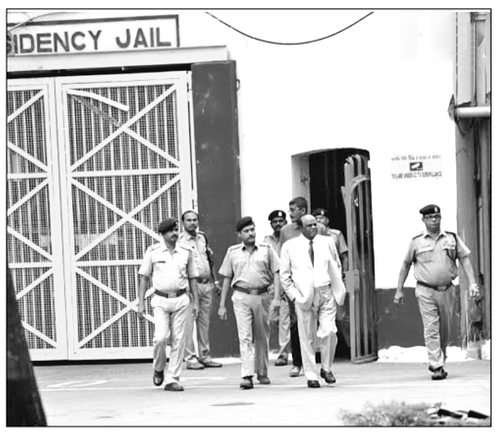

ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে কারা দফতর সূত্রে খবর। এবার সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা হাই কোর্ট, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন শুনানি শুরু হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এই পরিষেবা সফল হলে, পরে রাজ্যের বাকি সব সংশোধনাগারে সেই মতো পরিকাঠামো তৈরি করে অনলাইন শুনানির প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, 'করোনা আবহকে মাথায় রেখে সংশোধনাগারের মধ্যেই নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে ১টি কিয়স্ক তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আদালত থেকে সরাসরি জেলের ভিডিও কনফারেন্সে শুনানি প্রক্রিয়া চলবে। সেখানে একটি কম্পিউটার থাকবে। যা নিয়ন্ত্রণ করবে প্রযুক্তিগতভাবে সড়গড় কারা দফতরের ১জন কর্মী। আদালত থেকে একটি লিঙ্ক সংশ্লিষ্ট সংশোধনাগারের অনলাইন অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই লিঙ্ক যাবে পুলিশের আইনজীবী, অভিযুক্তের আইনজীবী এমনকী সাক্ষীদের কাছেও। লিঙ্ক থেকে সরাসরি সবাই শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন। প্রেসিডেন্সিতে যে কিয়স্কটি তৈরি হচ্ছে, সেখানে একসঙ্গে ১৫ জন কয়েদিকে একসঙ্গে এই অনলাইন আদালতে প্রোডাকশন করা যাবে। অনলাইনে সংশোধনাগার থেকে সরাসরি আদালতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই বিচার প্রক্রিয়াকে পরিচালনার জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর কাজ হবে, বিচারবিভাগ, কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় রাখা।' কারা দফতর সূত্রে খবর, এই অনলাইন শুনানিতে রাজ্য সরকারের প্রচুর টাকা বাঁচবে। কারণ, একজন বিচারাধীন কয়েদিকে আদালতে পেশ করতে পরিকাঠামো লাগে। যেমন, প্রিজন ভ্যান, একজন সশস্ত্র পুলিশ আধিকারিক, ২জন কনস্টেবল, গাড়ির তেলের খরচও থাকে। এভাবে প্রতি ১০জন কয়েদিকে আদালতে পেশ করতে হলে রোজ ৭০০০ টাকা খরচ হয়। অনলাইন শুনানিতে সেই বিপুল খরচ অনেকটাই কমে যাবে। তাই এই অনলাইন শুনানির বিচার ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার চেষ্টা শুরু করল কারা দফতর।

বর্ধমানে বাস স্ট্যান্ডের দখলদারি নিয়ে তৃণমূলের ২ গোষ্ঠীর মারপিট

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : মঙ্গলবার সকালে বর্ধমান শহরের নবাবহাট বাস স্ট্যান্ড এলাকা কার দখলে থাকবে তা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ২টি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয়। ঘটনায় সেখ আজিজুল নামে এক তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হন। নবাবহাট এলাকায় তৃণমূলের দলীয় অফিসেও ভাঙচুর চলে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। জখম সেখ আজিজুল জানান, 'আমরা বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের অনুগামী। বেশ কিছুদিন ধরেই বর্ধমান ১ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি গুপ্তের অনুগামীরা নবাবহাট বাস স্ট্যান্ড এলাকায় নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে চাইছে। ওই বাস স্ট্যান্ড থেকে মোটা টাকা তোলা আদায় করে চলেছে। এব্যাপারে আমরা প্রতিবাদ জানাই। সেজন্যই মঙ্গলবার সকালে প্রায় ১৫জন আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠি সহ অন্য অস্ত্র নিয়ে নবাবহাটে আমাদের পার্টি অফিসে হামলা চালায়। ওই সময় পার্টি অফিসে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয়। আমার ওপরও হামলাকারীরা চড়াও হয়ে মারধর করে। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয়ও দেখানো হয়।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বর্ধমান থানার পুলিশ। এদিকে, ব্লক সভাপতি কাকলি গুপ্ত এই পুরো অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, 'এটা নিতান্তই ২টি পাড়ার ঘটনা। এর সঙ্গে দলের কোনো যোগ নেয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই দল ও তার নাম জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর যারা করেছে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা আক্রমণ করেছে তারা আমারই অনুগামী বলে শুনেছি। তাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

করব। কয়েকদিন ধরেই শিবপুর দিঘিরপাড় ও নবাবহাট এলাকার মধ্যে অশান্তির খবর পাচ্ছিলাম। তা যে এত বড়ো আকার নেবে বুঝতে পারিনি। এব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অন্যদিকে, বিজেপি বর্ধমান সদর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র জানান, 'তৃণমূলের তোলাবাজি নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। নবাবহাট বাস স্ট্যান্ডে তৃণমূলের নাম করে তোলা আদায় করা হয় সেই টাকার ভাগ নিয়েই এই দ্বন্দ্ব। যার ফলে এলাকার লোক সন্ত্রস্ত। এটা কাম্য নয়। প্রশাসনের অবিলম্বে ব্যাপারটি দেখা দরকার। এলাকার লোক যাতে শান্তিতে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।' এ ব্যাপারে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস জানান, 'এর সঙ্গে দল কোনোভাবেই জড়িত নয়। যে বা যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হবে।'

নেতাজীর ট্যাবলো বাতিলে দায়ী রাজ্য : দিলীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : সাধারণতন্ত্রের কুচকাওয়াজে বাংলার ট্যাবলো বাতিল নিয়ে মঙ্গলবার দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, 'ট্যাবলো বাতিলের জন্য রাজ্যের ব্যর্থতা দায়ী। ট্যাবলোর চেয়ে বিতর্ক বেশি চাইলে, কিছু বলার নেই। প্রত্যেক বছর ট্যাবলো নিয়ে বিতর্ক হয়। ইচ্ছে করে কি এই বিতর্ক করা হয়? অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে হয় বলে তো জানি না। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের থিম বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে ১টি কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব রাজ্যকে ট্যাবলোর বিষয়বস্তু জানিয়ে আবেদন করতে হয়। নেতাজি আছেন কি অন্য কিছু আছে, তা জানি না। কেন বাতিল হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছেন? আগের থেকে কেন যোগাযোগ করা হয়নি? বিষয়, থিম জানানো হয় না? রাজ্য সরকার ট্যাবলোর চেয়ে বিতর্ক বেশি চায়, তাই কিছু বলার

নেই। যদি ট্যাবলো না যায়, তাহলে সাড়ে ১০ কোটি লোক হতাশ হবে। এটা এই সরকারের অযোগ্যতার প্রমাণ।' অন্যদিকে, রাজ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আবহে ফের স্কুল-কলেজ বন্ধ। কিন্তু বিধি মেনে খোলা যাচ্ছে বার, রেস্তরাঁ, জিম, থিয়েটর, সিনেমা হল। সোমবার যাত্রাপালা ও সিরিয়ালের শুটিং নিয়েও রাজ্য বিধিনিষেধ শিথিল করেছে। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার ট্যুইটে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ লেখেন, 'ওরা যত বেশি জানে, তত কম মানে! তাই বার, রেস্তরাঁ, জিম, সিনেমা হল, থিয়েটার, যাত্রাপালা, সিরিয়াল শুটিং শুরু হলেও বন্ধ থাক শিক্ষাঙ্গন, নষ্ট হোক পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ। না হলেই ওরা প্রশ্ন করবে, চাকরি কোথায়? নিজের পায়ে দাঁড়াতে সরকার কী করছে? পেট ভরাতে অন্য রাজ্যে কেন যেতে হবে?'

মল্লিকবাজারে সিনেমা হলে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ মল্লিকবাজারের বন্ধ থাকা পার্ক শো হাউস সিনেমা হলে আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গেছে, এদিন স্থানীয়রা ওই সিনেমা হল থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে উত্তেজনা ছড়ায়। সিনেমা হলের পেছনের দিকে বস্তি রয়েছে। তড়িঘড়ি দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। আগুন নেভাতে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন কাজ করে। কিন্তু সিনেমা হলের ভেতরের সিট, স্ক্রিন পুড়ে যায়। পাশেই রয়েছে হাসপাতাল।

বার্নপুরে ছুরি মেরে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল : মঙ্গলবার সকালে হীরাপুর থানার বার্নপুরের রহমতনগর অঞ্চলের চাবি মোড়ে ফয়জল ইমামকে (৪৯) ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ ওঠে। জানা গেছে, রহমতনগরের আহমদনগর অঞ্চলে গোলমালের জেরে ফয়জল ইমামকে ছুরি মেরে গুরুতর জখম করে মহম্মদ আলি ওরফে সোনু। এরপর অভিযুক্ত নিজেই হাতে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে গাড়ি নিয়ে সোজা হীরাপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। এদিকে, মৃতের পরিবার জানান, ফয়জলকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে পথেই তিনি মারা যান। পুলিশ মহম্মদ আলিকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন। এর আগেও সে অনেককে অস্ত্র দিয়ে মেরেছে।

ওষুধ কোম্পানি ডাক্তারদের গোপনীয়তার ওপর নজরদারি করছে : সিটু নেতৃত্বের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মঙ্গলবার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কৌশিক ব্যানার্জি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র পেয়ে দেশের ওষুধ কোম্পানি বিশেষত ডাক্তারদের গোপনীয়তার ওপর নজরদারি শুরু করেছে। উল্লেখ্য, আজ, বুধবার গোটা দেশ জুড়ে সেলস প্রমোশন কর্মীরা ১দিনের ধর্মঘটে নামছেন। এরইমধ্যে বর্ধমানে জেলা সিটু অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযোগ করা হয়। এদিকে, এ ব্যাপারে আইএমএর জেলা সহসভাপতি ডাঃ বি এন সরকার কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করেন। তিনি জানান, ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর নেবেন। এদিন কৌশিক ব্যানার্জি অভিযোগ করেন, 'গোটা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ওষুধ

কোম্পানিকে বছরে ১০% করে ওষুধের দাম বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। সেই অনুমতি পেয়েই এখন ওষুধ কোম্পানি ওষুধের দাম প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছে। এইসঙ্গে ওষুধের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি না তোলায় ওষুধের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছে। পেশাগতভাবে ৪টি শ্রমকোড বাতিল করা, বিধিবদ্ধ কাজের নিয়মাবলি তৈরি করা, ওষুধের অনলাইন বিক্রি বন্ধ করা সহ একাধিক দাবি জানানো হয়েছে। এখন ওষুধ কোম্পানি রিপ্রেজেনটেটিভদের হাতে অত্যাধুনিক ট্যাব ধরিয়ে দিচ্ছে। সেই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডাক্তারদের ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় কোম্পানিতে বসেই জানতে পারছেন। এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। অবিলম্বে এব্যাপারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে পেগাসাসের মতোই ঘটনা ঘটবে।' এদিকে, আইএমএ-র বর্ধমান জেলা সম্পাদক ডাঃ আবির গুহ জানান, 'ট্যাবের মাধ্যমে গোপনীয়তা ভঙ্গ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে আরো খোঁজখবর নেওয়া দরকার আছে।'

কুলটিতে বিদায়ী কাউন্সিলরকে ঘিরে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলটি : মঙ্গলবার সকালে আসানসোল পুরনিগমের ১৬ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুনমুন মুখার্জি পায়ে হেঁটে নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে চলবলপুর বাউরিপাড়া অঞ্চলে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় কোনো উন্নয়ন হয়নি। এদিকে বিক্ষোভের ছবি খুব তাড়াতাড়ি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দা কবিতা বাউরি নামে এক মহিলাকে। পরে কবিতা বাউরি জানান, 'পাড়ায় কোনো উন্নয়ন হয়নি। তাই প্রাক্তন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের ক্ষোভ ছিল।' এদিকে, তৃণমূল প্রার্থী মুনমুন মুখার্জি স্থানীয়দের বুঝিয়ে আশ্বস্ত করেন, জয়ী হলে তিনি অবশ্যই স্থানীয়দের দাবি পূরণ করবেন। উল্লেখ্য, গত পুরভোটে ১৬ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে সুমিত্রা বাউরি জয়ী হয়েছিলেন। তবে তিনি এলাকার উন্নয়নে কোনো ধারাবাহিকতা বজায় রাখেননি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাতেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে। গত পুরভোটে মুনমুন মুখার্জিও প্রার্থী হয়ে অন্য ওয়ার্ড থেকে জয় পেয়েছিলেন। এবার প্রার্থী বদল করে ১৬ নং ওয়ার্ড থেকে মুনমুন মুখার্জিকে প্রার্থী করা হয়। এ ব্যাপারে তৃণমূল প্রার্থী মুনমুন মুখার্জি জানান, 'পাড়ায় প্রচার করতে এসে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তবে এই ক্ষোভ আমার বিরুদ্ধে ছিল না। স্থানীয় বিদায়ী কাউন্সিলরের প্রতি ছিল। প্রাক্তন কাউন্সিলর তৃণমূলেরই প্রার্থী ছিলেন। এবার আমি প্রার্থী হয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমি স্থানীয় গ্রামেরই মেয়ে ও মমতা ব্যানার্জির একনিষ্ঠ সৈনিক তাই আমারই জয় হবে। জয়ী হলে স্থানীয়দের সমস্যা অবশ্যই মেটাব।'

হালিশহরে মোবাইল করোনা টেস্ট

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : মঙ্গলবার বীজপুর থানার পুলিশ প্রশাসন ও হালিশহর পুরসভা হালিশহরের সরকার বাজারে চালু করল মোবাইল করোনা টেস্টিং ইউনিট। বাজারে মাস্ক ছাড়া যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ধরে ওই মোবাইল করোনা টেস্ট ইউনিটে নিয়ে এসে করোনা টেস্ট করা হয়। এরপর তাঁদের নাম, মোবাইল নম্বর ও বাড়ির ঠিকানা রেখে দেওয়া হয়। করোনা পজিটিভ হলে তাঁদের সেফহোমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নাহলে ফাইন করা হবে। এদিন পুরসভার আধিকারিকরা জানান, লোকদের অনেকবার সচেতন করা সত্ত্বেও তাঁরা সচেতন নন। তাই নির্দেশ অনুযায়ী মাস্ক ছাড়া রাস্তায় দেখা গেলেই তাঁদের ধরে করোনা টেস্ট করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফল পজিটিভ হলে কাছের সেফ হোম পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে তাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে ফাইন। আগামী দিনেও এভাবেই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলবে।

ওয়ার্ড বদলালেও জেতায় আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, আসানসোল : আসানসোল পুরভোটে ওয়ার্ডের বদল হলেও জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেসের ৩বারের বিদায়ী কাউন্সিলর শ্রাবণী মণ্ডল। পেশায় প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রাবণী মণ্ডল জানান, 'বাম আমলে আমি প্রথম রাজনৈতিক আঙিনায় এসে পুরনিগমের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ওই সময় বামদের ভোট লুঠের কারণে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল। পরে তৃণমূল দল গড়ার শুরুর দিন থেকেই এই দলের সদস্য। পুরভোটে লড়ে ২০ নং ওয়ার্ড থেকে ৩বার কাউন্সিলরের দায়িত্ব সামলেছি। বছরের প্রতিটাদিন জনসংযোগের মধ্যে থাকি। এবার ২০ নং ওয়ার্ডের বদলে পাশের ২১ নং ওয়ার্ড থেকে দল আমায় প্রার্থী করেছে। তবে ২০ নং ওয়ার্ডে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের সুবিধা সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এলাকার রাস্তাঘাটের সংস্কার থেকে নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। অথচ ২১ নং ওয়ার্ডে গত ৫ বছরে কোনো উন্নয়ন হয়নি। ওই ওয়ার্ড সরকারের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। কারণ গতবার ওই ওয়ার্ডে

আসানসোল

বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। তিনি স্থানীয়দের মমতা ব্যানার্জির সরকারের প্রকল্পের সুবিধা নিতে দেননি। পুরভোটে এবার ২১ নং ওয়ার্ডটি মহিলা আসন হিসাবে সংরক্ষিত হওয়ায় দল আমাকে ওয়ার্ডটি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দিয়েছে। এলাকায় ঘুরে প্রচার করতে গিয়ে স্থানীয়দের ভালোবাসা ও আর্শীবাদ পাচ্ছি। তবে করোনা পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের সুস্থ থাকাই এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেখানে ভোটের প্রচার গুরুত্ব নয়। প্রচারের সময় স্থানীয়দের করোনাবিধি মেনে সচেতন থাকার জন্য বলছি।' পরে তৃণমূল প্রার্থী জানান, 'জয়ী হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিতে চাই। করোনা পরিস্থিতিতে গত ২ বছরে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারটি অবহেলিত হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে মহিলাদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দিতে চাই। এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা, স্ট্রিট লাইট ও পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করে পর্যাপ্ত জল সরবরাহের গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি দুয়ারে সরকার প্রকল্পে মমতা ব্যানার্জির সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা যাতে স্থানীয়রা পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করব।' এলাকায় দেওয়াল লিখন, ফেস্টুন ব্যানার, দলীয় পতাকায় বিরোধীদের দেখা মিললেও তাদের গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল প্রার্থী।

ছবি : **জয়ন্ত সাহা**

২ দিন দামোদরের চরে হেলিকপ্টার নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পরপর ২দিন বর্ধমানের গলসি ২নং ব্লকের দামোদরের বালির চরে হেলিকপ্টার নামার ঘটনায় গোটা জেলা জুড়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। এব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছে কোনো খবরই নেই বলে সাফ জানানো হয়েছে। জানা গেছে, ১৫ জানুয়ারি বর্ধমানের গলসি ২নং ব্লকের দাদপুর এলাকায় দামোদরের বালির চরের কাছাকাছি ১টি হেলিকপ্টারকে নেমে আসতে দেখেন গ্রামবাসীরা। হেলিকপ্টারটি কিছুক্ষণ সেখানে ওড়ার পর চলে যায়। গ্রামবাসীরা জানান, সোমবারও ২টি হেলিকপ্টার পরপর ওই বালির চরে এসে নামে। ২টি কপ্টার থেকে প্রায় ২০জন নামেন। তাঁরা কিছুক্ষণ বালির চরে ঘোরাফেরা করার পর কপ্টারে উঠে চলে যায়। কী কারণে আচমকাই হেলিকপ্টার দামোদরের বালির চরে নাম তা নিয়ে এলাকার লোক অন্ধকারে। এব্যাপারে বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক

(ভূমি) ঋদ্ধি সেন জানান, তিনিও ওই এলাকা থেকে খবর পেয়েছেন। এব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে কোনো খবর নেই। অন্যদিকে, এক অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে, ওই কপ্টারগুলো সেনাবাহিনীর। প্রশিক্ষণের জন্যই তারা ওই এলাকায় আসে।

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

CIN : L45202WB1961PLC025181

রেজিস্টার্ড অফিস : ৪ ম্যাঙ্গু লেন, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন : +৯১ ৩৩ ৪৪৫৯ ১১১১

ইমেল : mbecal@mbecl.co.in, ওয়েবসাইট : http://www.mcnallybharat.com

শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মেসার্স ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড (দ্য কোম্পানি) কোম্পানীজ অ্যাক্ট ২০১৩-র সেকশন ২১০ সহ কোম্পানীজ(ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি জেনারেল সার্কুলার নম্বর ২১/২০২১ তারিখ ০৮.১২.২০২১ অনুযায়ী ১৩.০১.২০২২ তারিখের পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে সেটআউট হিসাবে 'সিকিওরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (আপাত বলবৎ কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনর্বিন্যাস সহ) ('লিস্টিং রেগুলেশনস') ৩১এ-র অধীনে প্রোমোটার গ্রুপ কোম্পানীগুলির পুন:শ্রেণীকরণের' ক্ষেত্রে কোম্পানী তাঁদের সদস্যদের কাছ থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কেবল মাত্র রিমোট ই-ভোটিং-এর দ্বারা রেজোলিউশন পাশ করার বিষয়ে সম্মতি চাইছে।

কোম্পানীজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ ও এই ধারার অধীন অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়ামানুযায়ী এবং কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস) রুলস ২০১৪-এর ২০নং রুল, যা কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত এবং সিকিওরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর ৪৪নং রেগুলেশনস অনুযায়ী সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পোস্টের মাধ্যমে পাঠানোর বদলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁদের ভোট দানের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

উপরোক্ত বিষয়ে আরও জানানোর জন্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে :

১) কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষ থেকে শ্রী অতুল কুমার লাভ, সিনিয়র প্র্যাক্টিসিং কোম্পানী সচিব (এফসিএস-৪৮৪৮/সিপি-৩২৩৮)-কে সহজ ও স্বচ্ছ উপায়ে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ভোট দান প্রক্রিয়া স্ক্রুটিনি করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

২) কোম্পানী পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি (দ্য নোটিশ) ১৮.০১.২০২২ তারিখের মধ্যে ডাক যোগে / ই-মেলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

৩) কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের বৈদ্যুতিন ভাবে ভোট দানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে ন্যাশনাল সিকিওরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দানের প্রক্রিয়া শুরু হবে বৃহস্পতিবার ২০ জানুয়ারি, ২০২২ সকাল ১০টায় ও শেষ হবে শুক্রবার ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ বিকাল ৫টায়। উক্ত সময়ের পর এনএসডিএল ভোটিং প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেবে।

৫) যেসকল সদস্য বিজ্ঞপ্তি পাননি তাঁরা বিজ্ঞপ্তির ডুপ্লিকেট কপির জন্য ই-মেল করতে পারেন **mbecal@mbecl.co.in** অথবা **mdpldc@yahoo.com** বা কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন।

৬) সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত যদি কোনো জিজ্ঞাসা / অভিযোগ থেকে থাকে তবে সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী চঞ্চল কুমার করার, ম্যানেজার-সেক্রেটারিয়াল-এর সঙ্গে, টেলি নং - ০৩৩-৪৪৫৯ ১২১২ অথবা ই-মেল করতে পারেন : **mbecal@mbecl.co.in**-এ।

৭) ই-ভোটিং-এর ফলাফল শনিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে ও কোম্পানীর ওয়েবসাইট **www.mcnallybharat.com**-এর ইনভেস্টরদের সেকশনে পাওয়া যাবে।

এই বিষয়ে সদস্যদের ভোট দানের অধিকার সুনিশ্চিত করার এবং ইক্যুইটি শেয়ারের পরিশোধিত মূল্য নথিভুক্ত করার কাট-অফ তারিখ শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২। উক্ত তারিখের হিসাবে যে ব্যক্তি সদস্য থাকবেন না তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানীর ওয়েবসাইট **www.mcnallybharat.com**-এর ইনভেস্টরদের সেকশনে ও এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** -এ পাওয়া যাবে।

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাক্ষর

ইন্দ্রানী রায়

কোম্পানী সচিব

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ১৯.০১.২০২২

POST OFFER PUBLIC ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF M/S. NICCO PARKS & RESORTS LIMITED

Registered Office : Jheel Meel, Sector-IV, Salt Lake City, Kolkata- 700 106,
CIN : L92419WB1989PLC046487, **Phone No. :** 033 6628 5549/ 5509, **Fax No. :** 033 2357 2116,
Email : niccopark@niccoparks.com, **Website :** www.niccoparks.com

Open Offer for acquisition of 1,21,68,000 (One Crore Twenty-One Lakhs Sixty-Eight Thousand Only) fully paid-up equity shares of Nicco Parks & Resorts Limited ("**NPRL**") of Re. 1/- each by